তারিখ ... 15 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্য-প্রযুক্তি আইনে শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের মামলা

রাবি প্রতিনিধি

ফেসবুকে 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন' তথ্য ছড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার অভিযোগে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নগরীর মতিহার থানায় ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৮ নভেম্বর অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এন্তাজুল হক।

অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নিশ্চিত হয়ে রোববার রাতে অভিযোগটি আমলে নিয়ে মামলা হিসেবে রেকর্ড করে পুলিশ। নগরীর মতিহার থানার ওসি হুমায়ন কবীর সোমবার যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'অভিযোগ যাচাই-বাছাই করে মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। তদন্ত কাজও শুরু হয়ে গেছে।' অভিযুক্ত কাজী জাহিদুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। রাবিতে শিক্ষকতা করলেও তিনি নড়াইল জেলা আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদ নিয়েছেন।

৯ সেপ্টেম্বর Kazi, Jahid নামে ফেসবুক আইডি থেকে তিনি রাবির আইসিটি সেন্টারে নিয়োগের বিষয়ে মিথ্যা তথ্য শেয়ার করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তার ফেসবুকের ওয়ালে গিয়ে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন সময় আপত্তি জানিয়ে অনেক স্ট্যাটাস শেয়ার করেছেন। ফেসবুকে কণ্ঠ নকল করে অডিও প্রচারের অভিযোগে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

তথ্য-প্রযুক্তি আইনে শিক্ষকের বিরুদ্ধে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সহযোগী অধ্যাপক ড. মুসতাক আহমেদ ২০১৪ সালের ২১ জুন নগরীর মতিহার থানায় তার নামে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, রাবির কম্পিউটার সেন্টারে সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগ নিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন কাজী জাহিদুর রহমান। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হলে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। তবে সদুত্তর দিতে না পারায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিগ্যাল সেলের পরামর্শ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় (২০১৩ সালে সংশোধিত) মামলা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আইসিটি আইনে ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ নেই। তাই ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে। অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিবে পুলিশ।